রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ঋওঅবি-১ সার্কুলার নং-১১/২০২০ তারিখঃ ১৩.০৯.২০২০

বিষয়ঃ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় উন্নত/শংকর জাতের গাভী ও দুগ্ধবতী মহিষ পালন কর্মসূচী।

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গরু ও মহিষ পালন একটি দেশীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় উন্নত/শংকর জাতের গাভী ও দুগ্ধবতী মহিষ পালনের মাধ্যমে দেশের দুগ্ধের চাহিদা পুরণসহ গুড়াদুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, বেকারত্ব দুরীকরণের মাধ্যমে নতুন আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টির চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চামড়া শিল্পের সমৃদ্ধি, জাতীয় ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, দূষণমুক্ত পরিবেশ ও গবাদি পশুজাত শিল্প গড়ে তোলা, জৈব সার উৎপাদন ও জৈব জ্বালানী সহজলভ্যকরণ, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ ইত্যাদি কারণে প্রাণিসম্পদের এ খাতটির ভূমিকা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অধুনা গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শহরাঞ্চলেও বাণিজ্যিকভাবে দেশীয় উন্নত/শংকর জাতের গাভী ও দুগ্ধবতী মহিষ পালন একটি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক খাত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পুরণ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং সর্বোপরি এতদাঞ্চলের কৃষক ও খামারিগণকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদি পশু খামার স্থাপনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২৫.০৮.২০২০ তারিখের অনুষ্ঠিত রাকাব পরিচালনা পর্ষদের ৫১৮তম সভায় দেশীয় উন্নত/শংকর জাতের গাভী ও দুগ্ধবতী মহিষ পালনের জন্য নিম্নরুপ ঋণ নীতিমালা ও নিয়মাচার অনুমোদন দেয়া হয়েছে :

০১। ঋণের উদ্দেশ্য:

দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পুষ্টি চাহিদাপূরণসহ গুঁড়া দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ার্থে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

০২। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

(ক) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের প্রশাসনিক এলাকার প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ কৃষক/ ব্যক্তিবর্গ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি/ব্যাংকের পরীক্ষিত ঋণগ্রহিতা/গাভী পালনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ/মহিলা উদ্যোক্তাগণ এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

(খ) ঋণগ্রহিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে শাখার কার্যএলাকার আওতাধীন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

০৩। ঋণসীমা:

ক্রঃনং	ঋণের খাত	ঋণসীমা
১.	দেশী জাতের দুগ্ধবতী গাভী ক্রয়	প্রতিটি সর্বোচ্চ ৮০,০০০.০০ টাকা
২.	উন্নত দেশী জাতের দুগ্ধবতী গাভী ক্রয়	প্রতিটি সর্বোচ্চ ১,০০,০০০.০০ টাকা
৩.	শংকর জাতের দুগ্ধবতী গাভী ক্রয়	প্রতিটি সর্বোচ্চ ১,০০,০০০.০০ টাকা
৪.	দুগ্ধবতী মহিষ ক্রয়	প্রতিটি সর্বোচ্চ ১,০০,০০০.০০ টাকা

০৪। ঋণের ধরণ:

(ক) মধ্যমেয়াদী ঋণ:

গাভী/দুগ্ধবতী মহিষ ক্রয়ের জন্য মঞ্জুরিকৃত ঋণ মধ্য মেয়াদী ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) চলতি পুঁজি ঋণ

গাভী/দুগ্ধবতী মহিষের খামার পরিচালনার জন্য যথাযথ জামানত গ্রহণ সাপেক্ষে মঞ্জুরিকৃত ঋণ চলতি পুঁজি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(চলমান পাতা-০২)

০৫। ঋণের মঞ্জুরি ক্ষমতা:

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সার্কুলার নং-০১/২০১৭, তারিখ: ১৫.১১.২০১৭ এ বর্ণিত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এখাতে ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবসায়িক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে:

ঋণের ধরণ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক/মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন)	মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় কার্যালয়)	জোনাল ব্যবস্থাপক	ব্যবস্থাপক (এলপিও)	জেলা শাখার ব্যবস্থাপক	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা শাখার ব্যবস্থাপক	ইউনিয়ন শাখার ব্যবস্থাপক
মেয়াদী	৪০.০০	৩৫.০০	৩০.০০	১৫.০০	১৫.০০	৫.০০	৩.০০	২.০০
চলতি পুঁজি	২০০.০০	১০০.০০	৭৫.০০	২০.০০	২০.০০	১০.০০	৫.০০	৩.০০
জামানত বিহীন (মেয়াদী/চলতি পুঁজি) ঋণের ক্ষেত্রে	-	-	-	-	২.০০	২.০০	১.৫০	১.০০

উল্লেখ্য, ইউনিয়ন/উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা পর্যায়ের শাখা ব্যবস্থাপকের মঞ্জুরি ক্ষমতার অতিরিক্ত জামানত বিহীন ঋণ জোনাল ব্যবস্থাপকগণ মঞ্জুর করবেন।

০৬। ঋণের জামানতঃ

ক. শুধুমাত্র গাভী/দুগ্ধবতী মহিষ ক্রয়ের জন্য অনুর্ধ্ব ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত গ্রহণের শর্ত শিথিলযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য সকল নিয়ামাবলিসহ নিম্নোক্ত শর্তাদি পরিপালনসহ দলিল সম্পাদন করতে হবে।

১. খামারের ভূমির মালিকানা স্বত্ব উদ্যোক্তার নিজ নামে থাকতে হবে। বিষয়টি নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত খামার/বাড়ি/চাষাবাদযোগ্য জমির মূল দলিল, খতিয়ান এর কপি ও হালসনের খাজনার দাখিলা ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

২. গৃহিত দলিলাদি/কাগজপত্রাদি প্রচলিত নিয়মে ঋণ অবসায়নের পর ফেরৎ প্রদান করা হবে মর্মে মঞ্জুরিপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

৩. ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি (Personal Gurantee) ও স্পাউস গ্যারান্টি (Spouse Gurantee) গ্রহণ করতে হবে; তবে একই ব্যক্তির নিকট থেকে একাধিক ঋণের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা গ্রহণ করা যাবে না।

৪. ঋণাংকের ১.৫ গুণ পরিমাণ আবৃত করে অগ্রিম তারিখ সম্বলিত তফসিলি ব্যাংকের চেক গ্রহণ করতে হবে।

৫. এক্ষেত্রে ফাঁকা চেক গ্রহণ করা যাবে না এবং ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে যথাযথ মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত ছকে Memorandum of Deposit of Cheque গ্রহণ করতে হবে।

৬. নির্ধারিত দেয় তারিখ (Due date) অতিক্রান্ত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ঋণ আদায় না হলে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. জামানত বিহীন ঋণ কোন অবস্থাতেই একক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে সকল প্রকারের ঋণ একীভূত করে ২.০০ লক্ষ টাকার অধিক হতে পারবে না।

৮. ডিপি নোট এবং

৯. লেটার অব হাইপোথিকেশন।

(খ) ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে খামারের ভূমি উদ্যোক্তার নিজ নামে থাকতে হবে এবং ব্যাংকের নিয়ম মোতাবেক মঞ্জুরিকৃত ঋণ জামানত দ্বারা আবৃত্ত করতে হবে।

(চলমান পাতা-০৩)

০৭। ঋণের খাত:

এই ঋণ মধ্যমেয়াদী ঋণ হিসাবে ১০২ খাতে এবং CBS বাস্তবায়িত শাখায় সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার কোডে হিসাবভুক্ত হবে। চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে ১০১৪ খাতে এবং CBS বাস্তবায়িত শাখায় সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার কোডে হিসাবভুক্ত হবে।

০৮। ঋণ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ:

জামানতবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ আবেদন ফরম এলএফ-৬ এবং জামানতযুক্ত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ আবেদন ফরম এলএফ-২ ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া চলতি পুঁজি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক চলতি পুঁজি ঋণের জন্য ব্যবহৃত ঋণের ফরম ব্যবহার করতে হবে। নিয়ম মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও কাগজপত্রাদি গ্রহণ ও সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক মূল্যায়ন ও ঋণ মঞ্জুরির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৯। ঋণ ইক্যুইটি অনুপাত

(ক) গাভী/দুগ্ধবতী মহিষের সেড তৈরী ও অন্যান্য সরঞ্জাম বাবদ খরচ গ্রাহকের ইক্যুইটি হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) গাভীর খামার পরিচালন ব্যয় বাবদ অর্থ প্রয়োজন হলে যথাযথ জামানত গ্রহণ সাপেক্ষে চলতি পুঁজি ঋণের নিয়মানুযায়ী ইকুইটি নির্ধারণ করতে হবে।

১০। ঋণের মেয়াদকাল:

(ক) মধ্য মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে:

গাভী/দুগ্ধবতী মহিষ ক্রয়ের জন্য মঞ্জুরিকৃত ঋণ প্রথম বিতরণের ১০ (দশ) মাস পর থেকে ০৩ (তিন) বছরে ৩৬ (ছত্রিশ) টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে।

(খ) চলতি পুঁজি ঋণের ক্ষেত্রে:

চলতি পুঁজি ঋণ ত্রৈমাসিক সুদ পরিশোধ সাপেক্ষে বিতরণের তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের মধ্যে সমন্বয়/ পরিশোধ করতে হবে। ঋণের সমন্বয় চক্র হবে ৬০ দিন। প্রয়োজনবোধে ঋণটি পরবর্তীতে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে নবায়ন করা যাবে। তবে, ঋণের টার্ণওভার সন্তোষজনক থাকতে হবে।

১১। সুদের হার

১) মধ্য মেয়াদী ঋণ বিতরণে সুদ হার ৯% (ক্রমহ্রাসমান স্থিতি ভিত্তিক)।

২) খামার পরিচালনার জন্য চলতি পুঁজি ঋণ বিতরণে সুদ হার ৯% (ত্রৈমাসিক)।

তবে কোন ঋণ/বিনিয়োগের উপর উল্লিখিত হারে সুদ/মুনাফা ধার্য করার পরও যদি সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হয়, সে ক্ষেত্রে যে সময়কালের জন্য খেলাপি হবে অর্থাৎ মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খেলাপি কিস্তি এবং চলতি পুঁজি ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মোট খেলাপি ঋণ/বিনিয়োগ এর উপর অতিরিক্ত ২% হারে দন্ড সুদ/অতিরিক্ত মুনাফা আরোপ করা হবে।

১২। ঋণ বিতরণ:

(ক) মধ্য মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে:

গাভী/দুগ্ধবতী মহিষ ক্রয়ের জন্য মঞ্জুরীকৃত ঋণ কমপক্ষে দুই কিস্তিতে বিতরণ করতে হবে। বিতরণকৃত প্রথম কিস্তির টাকার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী কিস্তির টাকা বিতরণযোগ্য হবে। সমুদয় টাকা বিতরণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মাঠকর্মী/কর্মকর্তা কর্তৃক সদ্ব্যবহার যাচাই করে প্রতিবেদন ব্যবস্থাপকের নিকট দাখিল করতে হবে যা যথাযথভাবে ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে দাখিলকৃত যাচাই প্রতিবেদনের সঠিকতা শাখা ব্যবস্থাপক সরেজমিনে পুনঃযাচাই করতে পারেন।

(খ) চলতি পুঁজি ঋণের ক্ষেত্রে:

গাভী/দুগ্ধবতী মহিষের খামার পরিচালন ব্যয় বাবদ মঞ্জুরিকৃত চলতি পুঁজি ঋণ ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে বিতরণ করতে হবে।

(চলমান পাতা-০৪)

১৩। দলিল সম্পাদন:

(ক) ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত (জামানত বিহীন) ঋণের ক্ষেত্রে আলোচ্য সার্কুলারের ৬(ক)-এ বর্ণিত দলিলপত্র এবং ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে ৬(খ)-এ বর্ণিত দলিলপত্রসহ চলতি পুঁজি ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ডকুমেন্টেশন সম্পাদন করতে হবে।

(খ) উভয় ক্ষেত্রেই ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত গাভী/দুগ্ধবতী মহিষ ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে বন্ধক থাকবে।

১৪। ঋণ প্রক্রিয়াকরণ:

ব্যাংকের প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রক্রিয়াকরণসহ প্রযোজ্য সকল ফি আদায় করতে হবে।

১৫। তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ:

শাখার মাঠকর্মী ও শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার, ঋণ হিসাব পরিচালনা, যথাসময়ে ঋণ আদায় নিশ্চিত করবেন।

১৬। পরিদর্শন ও যাচাই:

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ শাখা পরিদর্শন কালে এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণসমূহের মঞ্জুরি ও বিতরণের যথার্থতা যাচাই/পর্যালোচনা করবেন। এছাড়া ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষাকালে ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করতে হবে।

১৭। বাজেট বরাদ্দ:

জোনাল ব্যবস্থাপকগণ জোনের জন্য প্রদত্ত বরাদ্দ বাজেট হতে এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ এলাকার গরুত্ব অনুযায়ী আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে শাখাওয়ারী বাজেট বরাদ্দ করবেন। বরাদ্দ অনুযায়ী বাজেট ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ ৩ মাস অন্তর অন্তর পর্যালোচনা করবেন।

১৮। প্রতিবেদন প্রেরণ:

এ কর্মসূচির আওতায় শাখা কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের শাখা/জোনওয়ারী অগ্রগতির প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এ প্রেরণ করতে হবে।

শাখা/জোনের নাম	ঋণ বিতরণের		আদায়যোগ্য ঋণের		আদায়কৃত ঋণের		মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের		অনাদায়ী ঋণস্থিতির	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ

১৯। দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ পালনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বিতরণকৃত ঋণগ্রহীতার তালিকা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জোনাল ব্যবস্থাপক প্রশিক্ষণের বিষয়ে সমন্বয় ও তদারকি করবেন।

২০। আলোচ্য সার্কুলার অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। একইসাথে এ বিভাগ থেকে এ বিষয়ে ইতোপূর্বে জারীকৃত সার্কুলার নং-০২/২০১৭, তারিখ ২২.০৫.২০১৭ বাতিল মর্মে গণ্য হবে।

(চলমান পাতা-০৫)

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-১১/২০২০ তারিখঃ ১৩.০৯.২০২০

২১। উপরিল্লিখিত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় উন্নত/শংকর জাতের গাভী ও দুগ্ধবতী মহিষ পালন খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

২২। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে ।

অনুমোদনক্রমে-

১৩.০৯.২০২০
(শওকত শহীদুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

সূত্র নং-প্রকা/ঋণওঅবি-১/প্রাণিসম্পদ/২০২০-২০২১/২৪৭(৪৫৪) তারিখ: ১৩.০৯.২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সচিব, বিভাগীয়/ইউনিট/সেল প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৭। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।
০৮। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৯। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১০। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, উপশহর, রাজশাহী।
১১। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১২। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৩। অফিস নথি/মহানথি।

১৩.০৯.২০২০
(মোঃ ছলিম উদ্দীন)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা